<u>খেসারী চাষের বিস্তারিত বিবরণী</u>

ফসল : খেসারি

জাতের নাম : বারি খেসারী-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫-১৩০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ গাঢ় সবুজ ও প্রচুর শাখা-প্রশাখা হয়ে থাকে। স্থানীয় জাত অপেক্ষা ৪০% বেশি ফলন দেয়। হাজার বীজের ওজন ৪৮-৫২ গ্রাম।পাউডারী মিলডিউ ও ডাউনি মিলডিউ রোগ প্রতিরোধী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪ - ৪.৪

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ছিটিয়ে ১২৫-১৩৫ গ্রাম, লাইনে ১০০-১২০ গ্র -

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

রিলে ফসলের ক্ষেত্রে আমন ধানের পরিপক্ককাল এবং জমির রসের পরিমাণের উপর খেসারীর বীজ বপনের সময় নির্ভর করে। এক্ষেত্রে কার্তিক মাস থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ পর্যন্ত বীজ বপন করতে হয়। একক ফসলের জন্য মধ্য কার্তিক থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বপন করা উত্তম।

ফসল তোলার সময় :

ফাল্গুন (মধ্য ফেব্রুয়ারী থেকে মধ্য মার্চ) মাসে ফসল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : খেসারি

জাতের নাম : বারি খেসারী-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫-১৩০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফুলের রং নীল। বীজ একটু বড়, হাজার বীজের ওজন ৫০-৫৫ গ্রাম। বীজ হালকা ধূসর। আমিষের পরিমাণ ২৪-২৬%।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪ - ৪.৪

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : লাইন করে বুনলে: ১০০-১২০ গ্রাম। ছিটিয়ে বু -

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

রিলে ফসলের ক্ষেত্রে আমন ধানের পরিপক্ককাল এবং জমির রসের পরিমাণের উপর খেসারীর বীজ বপনের সময় নির্ভর করে। এক্ষেত্রে কার্তিক মাস থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ পর্যন্ত বীজ বপন করতে হয়। একক ফসলের জন্য মধ্য কার্তিক থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বপন করা উত্তম।

ফসল তোলার সময় :

ফাল্গুন (মধ্য ফেব্রুয়ারী থেকে মধ্য মার্চ) মাসে ফসল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : খেসারি

জাতের নাম : বারি খেসারী-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০-১২৫

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

হাজার বীজের ওজন ৫৩-৫৮ গ্রাম। প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৩৫-৩৮ টি। আমিষের পরিমাণ ২৪-২৬%। ODAP এর পরিমাণ ০.০৪%।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫ - ৫.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : লাইন করে বুনলে: ১০০-১২০ গ্রাম। ছিটিয়ে বু -

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

রিলে ফসলের ক্ষেত্রে আমন ধানের পরিপক্ককাল এবং জমির রসের পরিমাণের উপর খেসারীর বীজ বপনের সময় নির্ভর করে। এক্ষেত্রে কার্তিক মাস থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ পর্যন্ত বীজ বপন করতে হয়। একক ফসলের জন্য মধ্য কার্তিক থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বপন করা উত্তম।

ফসল তোলার সময় :

ফাল্গুন (মধ্য ফেব্রুয়ারী থেকে মধ্য মার্চ) মাসে ফসল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : খেসারি

জাতের নাম : বিনাখেসারী-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০-১১৫

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

"BOAA" বা নিউরোটক্সিন বিষ পরিমাণে কম।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৫ - ৫.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : লাইন করে বুনলে: ১৬০-১৮০ গ্রাম। ছিটিয়ে বু -

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

রিলে ফসলের ক্ষেত্রে আমন ধানের পরিপক্ককাল এবং জমির রসের পরিমাণের উপর খেসারীর বীজ বপনের সময় নির্ভর করে। এক্ষেত্রে কার্তিক মাস থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ পর্যন্ত বীজ বপন করতে হয়। একক ফসলের জন্য মধ্য কার্তিক থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বপন করা উত্তম।

ফসল তোলার সময় :

ফাল্গুন (মধ্য ফেব্রুয়ারী থেকে মধ্য মার্চ) মাসে ফসল সংগ্রহ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০/৫/২০১৮

সল : খেসারি

পুষ্টিমান :

প্রতি ১০০ গ্রাম খেসারীতে জলীয় অংশ রয়েছে ১০ গ্রাম, খনিজ পদার্থ এবং আঁশ ২.৩ গ্রাম, খাদশক্তি ৩৪৫ কিলোক্যালরি , আমিষ ২৮ গ্রাম, শর্করা ৫৬ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৯০ মিগ্রা। ক্যারোটিন ১২০ গ্রাম।

তথ্যের উৎস :

কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ফসল : খেসারি

বর্ণনা : বীজতলার প্রয়োজন নেই।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

বীজতলার প্রয়োজন নেই।

ভাল বীজ নির্বাচন :

দুটি জাতের মধ্যে ২০০ মি. দূরত্ব বজায় রাখুন। বীজ উৎপাদনের জন্য লাইন থেকে লাইন ১৫ ইঞ্চি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৮-৯ ইঞ্চি। রোগ-পোকা দমনের জন্য প্রয়োজনীয় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : বীজতলার প্রয়োজন নেই।

বীজতলা পরিচর্চা : বীজতলার প্রয়োজন নেই।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : খেসারি

বর্ণনা : ২/৩ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। বীজ বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে একবার নিড়ানি দিয়ে আগাছ দমন করতে অবে। অতিবৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হতে পারে সেজন্য অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

চাষপদ্ধতি :

রিলে ফসল হিসেবে চাষ করলে আমন ধান কাটার প্রায় এক মাস পূর্বে জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকা অবস্থায় বীজ ছিটিয়ে বপন করতে হবে। একক ফসল হিসেবেও বীজ ছিটিয়ে বপন করা যায়। তবে সারিতে বপনের ক্ষেত্রে সারির দূরত্ব ২০ ইঞ্চি রাখতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : খেসারি

মৃত্তিকা :

দোআঁশ, বেলে দোআঁশ।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

প্রতি হেক্টরে, জৈবসার ৫-৭ টন, ইউরিয়া- ৪০ কেজি

টিএসপি-৮০ কেজি

এমওপি- ৪০ কেজি

প্রতি শতকে ৩৫ কেজি পচা গোবোর অথবা কম্পোস্ট সার, ইউরিয়া ১৫০ গ্রাম , টিএসপি ৩৩০ গ্রাম এবং এমপি ১৫০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি কেজি বীজের জন্য ৯০ গ্রাম হারে অনুমোদিত অণুজীব সার প্রয়োগ করতে হবে। অনুজীব সার দিলে ইউরিয়া সার দেয়ার প্রয়োজন নেই।

অনলাইন সারসুপারিশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : খেসারি

সেচ ব্যবস্থাপনা :

খরিফ মৌসুমে বীজ বপনের আগে খরা হলে সেচ দিয়ে জমিতে জো আসার পর বীজ বপন করতে হবে। জমি একেবারেই শুকিয়ে গেলে হালকা সেচ দিয়ে নিড়ানি দিন।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

1 : সাধারণত খেসারী চাষাবাদের সময় সেচের প্রয়োজন হয় না। বৃষ্টির কারনে জমিতে পানি বেশি জমে গেলে নালা তৈরি করে তাড়াতাড়ি পানি সরানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। জমিতে গোড়া পচা অথবা অন্যান্য ছত্রাকের আক্রমন হলে কোনভাবেই সেচ দেয়া যাবে নাহ, এমন অবস্থায় সেচ দিলে ছত্রাক দ্রুত পুরো জমিতে ছড়িয়ে পরতে পারে।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

সাধারণত খেসারী চাষাবাদের সময় সেচের প্রয়োজন হয় না। বৃষ্টির কারনে জমিতে পানি বেশি জমে গেলে নালা তৈরি করে তাড়াতাড়ি পানি সরানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। জমিতে গোড়া পচা অথবা অন্যান্য ছত্রাকের আক্রমন হলে কোনভাবেই সেচ দেয়া যাবে নাহ, এমন অবস্থায় সেচ দিলে ছত্রাক দ্রুত পুরো জমিতে ছড়িয়ে পরতে পারে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : খেসারি

আগাছার নাম : কাঁটানটে

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি, খরিফ

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই ।চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

আগাছা ও বীজ- এম এ গাফফার ও অন্যান্য, ফেব্রুয়ারি,১৯৮৮।

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : খেসারি

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে । মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই ।চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

আগাছা ও বীজ- এম এ গাফফার ও অন্যান্য, ফেব্রুয়ারি,১৯৮৮।

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : খেসারি

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে । খরা সইতে পারে । এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয় ।মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে আকো বা ছায়াতে এর বিচরণ।

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই ।চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

আগাছা ও বীজ- এম এ গাফফার ও অন্যান্য, ফেব্রুয়ারি,১৯৮৮।

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : খেসারি

আগাছার নাম : মুথা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে ।জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন । জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে।চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

আগাছা ও বীজ- এম এ গাফফার ও অন্যান্য, ফেব্রুয়ারি,১৯৮৮।

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : খেসারি

বাংলা মাসের নাম : আষাঢ়

ইংরেজি মাসের নাম : জুন

ফসল ফলনের সময়কাল : খরিফ- ১ , খরিফ-২

দুর্যোগের নাম : অতি বর্ষণ

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।

প্রস্তুতি : নিয়মিত আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ এবং অতিরিক্ত পানি বের করে দেওয়ার জন্য জমিতে নালা রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ।

ফসল : খেসারি

পোকার নাম : বিছা পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক মথ মাঝারি হালকা হলুদ রঙের ও পাখায় কালো দাগ থাকে।কীড়া দেখতে কমলা রঙের, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা।

ক্ষতির ধরণ : ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে পাতায় একসাথে গাদা করে থাকে এবং সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে জালের মতো করে ফেলে । কয়েকদিনের মধ্যেই সারা ক্ষেতে এই পোকা ছড়িয়ে পড়ে এবং বড় বড় ছিদ্র করে পাতা খেয়ে ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

ডিম থেকে সদ্য বের হওয়া কীড়াসহ পাতাটি সংগ্রহ করে পোকা মেরে ফেলতে হবে। কীড়া বড় হয়ে সারা জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রমণ বেশি হলে এমামেক্টীন বেনজোয়েট জাতীয় কীটনাশক (যেমন প্রোক্লেইম ১০ গ্রাম) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-রিপকর্ড ১০ তরল অথবা সিমবুশ ১০ তরল ২০ মিলিলিটার / ৪ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

চারা গজানোর পর জমিতে বাঁশের কঞ্চি বা ডালপালা পুঁতে পোকা খেকো পাখির বসার সুযোগ করে দিলে এরা পূর্ণবয়স্ক মথ খেয়ে এদের সংখ্যা কমিয়ে ফেলে।

অন্যান্য :

মাঠের চারিদিকে নালা তৈরি করে তারমধ্যে কেরোসিন পানি মিশিয়ে রেখে এদের চলাচলে বাধা দেয়া যায়। আক্রমণ বেশি হলে নিকটস্থ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : খেসারি

পোকার নাম : সাদা মাছি পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট হলুদাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট

ক্ষতির ধরণ : গাছের রস চুষে খাওয়ার ফলে গাছ শুকিয়ে যায় । এই পোকা এক ধরণের রস ছড়িয়ে দেয়, যেখানে বিভিন্ন ছত্রাক আক্রমণ করে । ফলে দূর থেকে আক্রান্ত গাছকে নিস্তেজ ও কালো দেখায়। গাছের বৃদ্ধি খুবই কম হয়। তাছাড়া এই পোকা মুগ ও মাসকলাইয়ে হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

ডিম থেকে সদ্য বের হওয়া কীড়াসহ পাতাটি সংগ্রহ করে পোকা মেরে ফেলতে হবে। কীড়া বড় হয়ে সারা জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রমণ বেশি হলে এমামেক্টীন বেনজোয়েট জাতীয় কীটনাশক (যেমন প্রোক্লেইম ১০ গ্রাম) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-রিপকর্ড ১০ তরল অথবা সিমবুশ ১০ তরল ২০ মিলিলিটার / ৪ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করা । আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : খেসারি

পোকার নাম : জাব পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট

ক্ষতির ধরণ : পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়।তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

পুর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করা । আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : খেসারি

পোকার নাম : ফল ছিদ্রকারী পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : কীড়া সাধারণত গাছের ডগায় এবং ফলে থাকে। এবং ১-১.৫ ইঞ্চি বড় মথ।

ক্ষতির ধরণ : প্রথম দিকে গাছের কচি ডগা খেয়ে ফেলে, ফল আসলে ফলের ভেতর ঢুকে বীজ খেয়ে ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ডগা , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে থায়ামিথক্সাম+ক্লোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার অথবা ১মুখ) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমিতে বাঁশের কঞ্চি বা ডালপালা পুঁতে দিতে হবে যাতে পাখি এসে পোকা খেতে পারে।

অন্যান্য :

১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম আধাভাঙ্গা নিমবীজ ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে, ছেঁকে আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে এই পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : খেসারি

রোগের নাম : গোড়া পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত গাছ হলুদ রঙ ধারণ করে, গাছের গোড়ার পচন লাগে, শিকড় নষ্ট হয়ে যায়। পরে গাছ ঢলে পরে শুকিয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : গোঁড়া

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন-এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের অবশিষ্টংশ পুড়িয়ে ফেলুন। মাটি শোধন করুন। জমিতে পানি নিকাষের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

বীজতলা বা জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল : খেসারি

রোগের নাম : হলদে মোজাইক ভাইরাস

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত পাতার উপর হলদে-সবুজ ছোপ ছোপ দাগ পড়ে। সাধারণত কচি পাতা প্রথমে আক্রান্ত হয়। আক্রমন বেশি হলে পুরো পাতা হলুদ হয়ে ঝরে যেতে পারে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : চারা , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

জমিতে সাদা মাছি দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মি.লি. ২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে।

সকাল বেলা গাছে ছাই ছিটিয়ে দিলে এই পোকা গাছ থেকে পড়ে যাবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

প্রত্যায়িত বীজ ব্যবহার। নিয়মিত জমি পরিদরশন। আক্রান্ত গাছ বাছাই কালে রোগাক্রান্ত গাছের কোন অংশ যাতে ভাল গাছের সংস্পর্শে না আসতে পারে তা খেয়াল রাখা।

অন্যান্য :

রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা মাটিতে পুতে ফেলতে হবে। আক্রান্ত বীজ ও বাতাসের মাধ্যমে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সাদা মাছি এ রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে। আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল : খেসারি

রোগের নাম : পাউডারি মিলডিউ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগে পাতার উপরে পাউডারের মত আবরণ পড়ে। সাধারণত শুকনো মৌসুমে এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : চারা , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে টেবুকোনাজল+ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ ৫ গ্রাম নাটিভো) অথবা প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করতে হবে। সম্ভব হলে আগের ফসলের অবশিষ্টংশ পুড়িয়ে ফেলুন। মাটি শোধন করুন। জমি শোধনের জন্য কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

বীজতলা বা জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করা। আগাম বীজবপন করা।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল : খেসারি

রোগের নাম : পাতার দাগ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতায় ছোট ছোট লালচে বাদামি বর্ণের গোলাকৃতি হতে ডিম্বাকৃতির দাগ পড়ে। আক্রান্ত পাতার উপর ছিদ্র হয়ে যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে সম্পূর্ণ পাতা ঝলসে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : চারা , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করতে হবে।

অন্যান্য :

রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করা।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ফসল : খেসারি

ফসল তোলা : মৌসুম ও জাতভেদে পরিপক্ক হলে দ্রুত ফসল সংগ্রহ করতে হবে।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

পাকা ফল ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে বাছাইকরে পরিষ্কার বস্তায় সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

ডলের গূড়া অথবা বেসন তৈরি করতে চাইলে, পরিপক্ব বীজ ভালভাবে শুকিয়ে স্থানীয় মিলে গুঁড়া করে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে প্যাকেট করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : খেসারি

বীজ সংরক্ষণ:

বায়ুরোধী পাত্রে বীজ রাখা উচিত। বীজ রাখার জন্য প্লাস্টিকের ড্রাম উত্তম তবে বায়ুরোধী মাটি বা টিনের পাত্রে রাখা যায়। মাটির মটকা বা কলসে বীজ রাখলে গায়ে দু'বার আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। আর্দ্রতা রোধক মোটা পলিথিনেও বীজ মজুদ করা যেতে পারে। রোদে শুকানো বীজ ঠান্ডা করে পাত্রে ভরতে হবে। পুরো পাত্রটি বীজ দিয়ে ভরে রাখতে হবে। যদি বীজে পাত্র না ভরে তাহলে বীজের উপর কাগজ বিছিয়ে তার উপর শুকনো বালি দিয়ে পাত্র পরিপূর্ণ করতে হবে। পাত্রের মুখ ভালভাবে বন্ধ করতে হবে যেন বাতাস ঢুকতে না পারে। এবার এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন পাত্রের তলা মাটির সংস্পর্শে না আসে। টন প্রতি ৩.২৫ কেজি নিম, নিশিন্দা বা বিষকাটালি পাতার গুঁড়া মিশিয়ে পোলাজাত করলে পোকার আক্রমণ হয় না। বীজের ক্ষেত্রে ন্যাপথালিন বল ব্যবহার করা যায় তবে অবশ্যই বীজ প্লাস্টিক ড্রামে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি ১০০ কেজি বীজের বস্তার মধ্যে একটি অ্যালুমিনিয়াম ফস্ফাইড জাতীয় ট্যাবলেট যেমন ফসটক্সিন ট্যাবলেট দিয়ে বস্তার মুখ বন্ধ করে রেখে দিলে পোকার আক্রমণ থেকে অনেকদিন রক্ষা পাওয়া যায়। বেশি দিনের জন্য সংরক্ষনের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বীজ রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : খেসারি

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
সরকারি অণুমোদিত সকল বীজ ডিলার ২। বিশ্বস্ত বীজ উৎপাদনকারী চাষী।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

বিএডিসি ও সরকার অনুমোদিত সার ও বালাইনাশক ডিলার

সার ডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

যন্ত্রের নাম : বারি সোলার পাম্প

ফসল : খেসারি

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : পানি নির্গমন ক্ষমতা প্রতি মিনিটে ১৪০ লিটার।

যন্ত্রের উপকারিতা :

কৃষিতে সৌর পাম্প সেচ পদ্ধতি ডিজেল চালিত সেচ পাম্পের বিকল্প, দূষণমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব। বাংলাদেশে ১৭.৫ লক্ষ সেচ যন্ত্র রয়েছে যার মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ ডিজেল চালিত। প্রতি বছর ডিজেলের দাম বেড়েই চলছে, সেই হিসেবে বারি সোলার পাম্প ডিজেল চালিত পাম্পের বিকল্প হতে পারে।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

১। বারি উদ্ভাবিত সেন্ট্রিফিউগাল টাইপ সৌর পাম্প ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সেচের জন্য উপযোগী। ২। এই পাম্প দ্বারা ২০ ফুট গভীরতা থেকেও পানি তোলা যায়। ৩। এই পাম্প চালনায় তৈল ও জ্বালানি লাগে না। ৫। এই পাম্প ৯০০ ওয়াট সোলার প্যানেল দ্বারা চালনা করা হয়। ৬। এ পাম্পে কোন ব্যাটারি লাগে না।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ারি, ২০১৮।

যন্ত্রের নাম : লাঙ্গল

ফসল : খেসারি

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

কায়িক, পশু শ্রম

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/ কায়িক

যন্ত্রের উপকারিতা :

কম জমি জমি সহজে চাষযোগ্য। সারি টানায় সুবিধা জনক।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সহজে বহন যোগ্য ও অর্থ সাশ্রয়ী।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ারি, ২০১৮।

ফসল : খেসারি

বর্ণনা : নিকটতম স্থানীয় বাজারে বাজারজাত করার সুযোগ নেয়া যেতে পারে

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

শ্রমিক/ নৌকা/ ঠেলাগাড়ি/ রিক্সা/ ভ্যান

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ট্রলি, ট্রাক , কাবার্ড ভ্যান

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

স্থানীয় বাজারে/ বস্তায় টুকড়ি/ ধামা ঠোঙ্গায়

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

পলি ব্যাগ/ টিনজাত/ বস্তায় গ্রেডিং করে প্যাকেটজাত করে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।